



12660 - সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করা নাজাযয়ে

প্রশ্ন

আমাদের দেশে একদল দ্বীনদার ভাই আছেন তারা কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যমেন রমজান মাসের সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে তারা খালি চোখে নতুন চাঁদ না-দেখো পর্যন্ত সিয়াম পালন করেন না। কখনও কখনও আমরা তাদের একদিন বা দুইদিন আগে রমজানের সিয়াম পালন শুরু করি। তারাও ঈদুল ফতিরের একদিন বা দুইদিন পরে ঈদ উদযাপন করে থাকেন। আমরা যদি তাদেরকে ঈদের দিনে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি তারা এই বলে জবাব দেন যে, আমরা খালি চোখে নতুন চাঁদ না-দেখো পর্যন্ত ঈদ করব না এবং রোজা রাখা শুরু করব না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।” তারা যন্ত্রের সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখার পদ্ধতি মানেন না। উল্লেখ্য দুই ঈদের নামায়ের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা তাদের নতুন চাঁদ দেখার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে ঈদ উদযাপনের পরে ঈদ উদযাপন করেন। অনুরূপভাবে তারা ঈদুল আযহার সময় পশু কোরবানী ও আরাফার সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আমাদের বিক্রম করেন। তারা ঈদুল আযহার দুইদিন পরে ঈদ উদযাপন করেন। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম কোরবানী করার পরে তারা পশু কোরবানী করেন। তারা যা করছেন তা কি সঠিক? আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতদিন দান করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাদের উপর ওয়াজবি হল সাধারণ মানুষের সাথে সিয়াম পালন করা, তাদের সাথে ঈদ উদযাপন করা এবং তাদের সাথে দুই ঈদের নামায় আদায় করা। এর দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

صوموا لرؤيتهم وأفطروا لرؤيتهم إن غم عليكم فأكملوا العدة متفق عليه

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে সিয়াম পালন কর, তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড় (ঈদ উদযাপন কর)।

আর যদি আকাশ মঘোচ্ছন্ন থাকে তবে (রোজার) সংখ্যা (৩০ দিন) পূর্ণ কর।” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো- চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হলে সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনের আদেশ দেয়া। সটো খালি চোখেও হতে পারে অথবা দৃষ্টিশক্তিকে সাহায্যকারী কোন যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "



(أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (561)

“রোজা হলসদেনিয়দেনিতোমরাসকলরোজা পালনকর। ঈদ হলসদেনিয়দেনিতোমরাসকলঈদ উদযাপন কর। ঈদুল আযহা হলো সদেনিয়দেনিতোমরাসকলপেশুকোরবানীকর।”[হাদসিট আবু দাউদ (২৩২৪) ও তরিমযী (৬৯৭) বর্ণনা করছেন; আলবানী সহীহুত তরিমযী’ (৫৬১) গ্রন্থে হাদসিটকিসেহিহিসিবেচেহিনতিকরছেন।

আল্লাহই তাওফকি দাতা।আমাদরে নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণরে উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।